Anusandhan

প্রাথমিক শেখা-শিখি

প্রাক্-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক কর্মশালা ● লবণ হ্রদ বিদ্যাপীঠ অডিটরিয়াম ● ১৩ এপ্রিল, ২০২৫

শুভেচ্ছা বার্তা

শ্রী দেবাশিস সরকার
যুগ্ম অধিকর্তা (প্রাক্তন)
বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

অনুসন্ধান সোসাইটির উদ্যোগে প্রাথমিক শিক্ষার উপর কর্মশালা উপলক্ষে প্রকাশিত হচ্ছে একটি ফোল্ডার। শিশুদের শেখা ও শেখানোর উপর আলোকপাত করে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের লেখা নিয়ে এই ফোল্ডার। প্রাথমিক শিক্ষায় উৎকর্ষসাধনে বিশেষ এই উদ্যোগে যাঁরা যেভাবে সহযোগিতা প্রদান করে চলেছেন, তাঁদের প্রত্যেককে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি অনেক অসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের শিক্ষা সংক্রান্ত নানা উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রম শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত সকল মানুষকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করে। অনেক সময় সে সব অভিজ্ঞতা ও ভাবনার আদানপ্রদানের সুযোগ হয় না। অনুসন্ধান সোসাইটি সেই ফাঁকটি পূরণ করার চেষ্টা করছে।

আশা করি, ছোট্ট পরিসরে হলেও বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা বিশেষজ্ঞগণ তাঁদের যে মূল্যবান মতামত এখানে ব্যক্ত করেছেন তা আগামী দিনে পথ চলার জন্য পাঠকবর্গকে অনেকখানি সমৃদ্ধ করবে।

অতিথি সম্পাদকের কথা

সময়োপযোগী এই প্রয়াস সফল হোক

ড. পার্থ কর্মকার
উপসচিব,
প.ব. প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

অনেক নেতিবাচক ঘটনার ঘনঘটার মধ্যে অনুসন্ধান সোসাইটির আজকের এই প্রয়াস একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক পদক্ষেপ। এই উদ্যোগের কথা শুনে তাই আমি সাগ্রহে আমার পক্ষে সম্ভাব্য সবরকম সহযোগিতার কথা জানাই। আজকের এই আয়োজন নিঃসন্দেহে একটি মাইল-ফলক হিসেবে চিহ্নিত থাকবে। শিক্ষক, অভিভাবক, পরিচালন সমিতি, বিদ্যালয় কর্তৃ- পক্ষদের নিয়ে এ ধরনের আয়োজন বিভিন্নভাবে হওয়া খুব প্রয়োজন। সচেতনতা গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা মাধ্যমে শিক্ষার দীর্ঘ ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখার শপথ নেওয়ার সেরা সময় তো এটাই।

প্রাথমিক ও প্রাক্-প্রাথমিক, এই সময়কাল আমাদের জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই সময়টাই ভিত তৈরির প্রকৃত সময়। এই সময়ে উন্নত মানের প্রাথমিক শিক্ষা, প্রাথমিক শৈশব শিক্ষা এবং প্রাথমিক শৈশব উন্নয়ন (ECD) শিক্ষার সকল স্তরে ফলাফল উন্নত করে। ইন্ডিয়ান আর্লি চাইল্ডহুড এডুকেশন ইমপ্যাক্ট স্টাডি (IECEI) ২০১৭ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে যখন শিশুরা মানসম্পন্ন শৈশব শিক্ষা কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে যায়, তখন তাদের শিক্ষার স্তর একেবারে শীর্ষে থাকে, বিশেষ করে প্রাথমিক শ্রেণিতে।

এ সমস্ত কিছুর প্রেক্ষিতে, কর্মশালাটির মুখ্য ফোকাস যথাযথভাবে রাখা হয়েছে তিনটি ক্ষেত্রে– শিক্ষকের কাজকে আরো আকর্ষণীয় ও কার্যকর করে তোলা, গুড প্যারেন্টিং বা সফল অভিভাবকত্ব এবং বিদ্যালয় পরিচালনায় সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি।

পাঠদান ও সেই সংক্রান্ত কাজে একজন শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তা আরও কার্যকর করে তোলার উপায় ও উপকরণ নিয়ে কর্মশালায় রাখা হয়েছে শিক্ষকদের জন্য পারস্পরিক আলোচনা, এছাড়াও থাকবেন অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদরা। তাঁদের সঙ্গে থাকবে প্রশ্ন-উত্তরের বিশেষ সেশন। আর, অবশ্যই থাকবে হাতে-কলমে এক্সপেরিমেন্ট। এছাড়াও লেখাপড়া সহ শিশুদের নৈতিক চরিত্রের উন্নয়নে অভিভাবকদের করণীয় নিয়ে থাকবে 'গুড-প্যারেন্টিং' এর উপর তথ্যচিত্র প্রদর্শনী ও আলোচনা– আমাদের সন্তান আমাদের ভবিষ্যৎ।

প্রতিষ্ঠানের সৌন্দর্যায়ন, নথিপত্র সংরক্ষণ, শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা-মূলক মনোভাব সৃষ্টি ও শিক্ষকদের উৎসাহ প্রদানে কর্তৃপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েও আলোচনা থাকবে কর্মশালাটিতে।

সমাজকল্যাণমূলক এই ধরনের সকল কাজে আমরা প্রত্যেকের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করি।

শিক্ষা ভাবনা

স্কুলছুট রুখতে উপায়

শ্রী বিশ্বনাথ দাশগুপ্ত
প্রাক্তন শিক্ষক
ও শিক্ষা-গবেষক

আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা বলে গ্রামাঞ্চলে এবং মফস্বলে প্রাথমিক শিক্ষায় অন্যতম প্রধান সমস্যা হল ছাত্রছাত্রীদের অনিয়মিত উপস্থিতি। এটা পঠন পদ্ধতিতে গভীর প্রভাব ফেলে। ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত স্কুলে আনতেই হবে। এ বিষয়ে আমার একটা মডেল আছে- সংক্ষেপে বলি। প্রতিটি প্রাইমারি স্কুলের যে ক্যাচমেন্ট এরিয়া, সেখানে যদি প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক পরিচালকদের সঙ্গে সেই অঞ্চলের কিছু অ্যাক্টিভ মা বা দিদিদের যুক্ত করে একটা মনিটরিং কমিটি করা যায়, যাদের মূল লক্ষ্য হবে এলাকার বাচ্চারা স্কুলে নিত্য যাচ্ছে কি না তা দেখা ও নোট রাখা, এবং কেউ যদি দীর্ঘ দিন না আসে সেটা কারণ সহযোগে স্কুলে রিপোর্ট করা। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে স্কুল ব্যবস্থা নিতে পারে। তদুপরি, এই মনিটরিং গ্রুপে শিক্ষিত ও সক্রিয় মহিলাদের দিয়ে সন্ধ্যায় এলাকার বাচ্চাদের নিয়ে স্টাডি সেন্টারও করা যায়, যেখানে বিদ্যালয়ের পড়ানোর একটা মূল্যায়নও সম্ভব। স্থানীয় প্রশাসনের সাহায্যও নেওয়া যেতে পারে, কারণ লক্ষ্য হচ্ছে বাচ্চাদের স্কুলমুখো করা।

▶ এরপর ৩য় পৃষ্ঠায়

শিক্ষা ভাবনা

একাগ্রতার উৎস সন্ধানে

ড. দেবব্রত মজুমদার
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ
রাজা রামমোহন রায় কলেজ

কোনো কাজে পুরো মন দিতে পারাটাই একাগ্রতা। এ বিষয়ে পাণ্ডবদের অস্ত্রশিক্ষার পরীক্ষার কথা (গল্প) মনে করতে বলব। অর্জুন বললেন, তিনি পাখির চোখ ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। অর্থাৎ তাঁর দেখার একাগ্রতা সাধিত হয়েছিল। কিন্তু কানে তিনি দ্রোণাচার্যের কথা শুনতে পাচ্ছিলেন, না হলে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতেন না। একাগ্রতা চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেলে কানেও কিছু শুনতে পাওয়ার কথা নয়। তোমাদের কারো কখনো কি কানে শুনতে না পাওয়ার অবস্থা হয়েছে? পাশ থেকে কেউ তোমার নাম ধরে ডাকছে। কিন্তু তুমি নিজের কাজে এমন একাগ্র যে সেই ডাক শুনতে পাচ্ছ না। প্রসঙ্গত বলে রাখি, নিজের নাম যে কোনো

▶ এরপর ৪র্থ পৃষ্ঠায়

সম্পাদকীয়

পোক্ত বাড়ি তুলতে গেলে শক্ত ভিতের দরকার। প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা ঠিকঠাক দেওয়া গেলে তবেই পরবর্তী পর্যায়ে শেখানো সহজ হয়। এই ভাবনা থেকেই অনুসন্ধান সোসাইটির দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচির সূত্রপাত। অনুষ্ঠিত হয় অনলাইনে ছ'টি আলাপচারিতা– বাংলা, ইংরেজি, বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ে। পরে সাধারণভাবে প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে এবং স্কুলছুট কেন হচ্ছে বা শিশুদের কাছে স্কুল আকর্ষণীয় হচ্ছে না কেন এই বিষয়ে আরো একটি আলাপচারিতা অনুষ্ঠিত হয়। ভাষাবিদ পবিত্র সরকার সহ অনেক গুণীজন এই আলাপচারিতায় উপস্থিত থাকেন।

এরপর উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ দিনাজপুর ও হাওড়ায় পরিচিত কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবকদের নিয়ে সশরীরে অনুষ্ঠান হয়। অতঃপর সিদ্ধান্ত হয় এ বিষয়ে একটি হ্যান্ডবুক প্রকাশ করার, যেটি আশা করা যায় এই বছরের শেষ দিকে প্রকাশিত হবে। সেই সঙ্গে অফলাইনে দুটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়, একটি দক্ষিণবঙ্গে, অপরটি উত্তরবঙ্গে। কর্মশালায় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞবৃন্দের সান্নিধ্যে এসে সমৃদ্ধ হবেন শিক্ষক অভিভাবক ও বিদ্যালয় পরিচালনার সাথে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ– এই হল মূল ভাবনা।

দক্ষিণবঙ্গে অনুষ্ঠিত কর্মশালার অঙ্গ হিসেবে প্রকাশিত হল এই ফোল্ডার, ১৩ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে। কলেবরে ক্ষুদ্র হলেও কতিপয় বিশিষ্ট শিক্ষাচিন্তকের অমূল্য মতামত ও পরামর্শ এই সংকলনকে ঋদ্ধ করেছে। শিশু শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যালয় স্তরে যাঁরা কাজ করে চলেছেন, এই সংকলন তাঁদের কাজে লাগলে আমাদের প্রয়াস সার্থকতা পাবে।

শিক্ষা ভাবনা

ছোটদের বন্ধু হয়ে উঠুন

সুদেষ্ণা মৈত্র
অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা, গোখলে মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল

ছোটরা হল আমাদের আসল সম্পদ। শিশুর বোধের বিকাশ ঘটানোই বড়োদের কাজ। ছোটরা দিনের বেশ কিছুটা সময় স্কুলে থাকে ঠিকই, তবে বাড়িতে সময় কাটায় অনেক বেশি। বাড়ির পরিবেশ তাদের চেতনাকে, বোধকে সুন্দর করে তুলতে অনেক বেশি সাহায্য করে। বাড়ির বড়োদের তাই অনেক সংযত আচরণ করতে হয়, শব্দ চয়নে অনেক সচেতন হতে হয়। না হলে মুশকিল। প্রশ্ন উঠতেই পারে, আর্থসামাজিক-ভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের ছেলেমেয়েদের কী হবে। দু-বেলা খাবার জোগাড় করতেই তারা হিমশিম। সেই সব পরিবারের শিশুরা শিক্ষার জন্য স্কুলের উপরেই নির্ভরশীল। তাদের ক্ষেত্রেও বাড়ির বড়োরা ছোটদের প্রতি একইরকম খেয়াল রাখবেন? রাখা সম্ভব? হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ। কিন্তু সন্তানের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে এই কঠিন কাজটা কাউকে দায়িত্ব নিয়ে করতেই হবে।

ছোটরা ঠিক সময় ধরে কাজ করে কিনা দেখতে হবে। বিকেলে খেলাধূলা সেরে হাত পা ধুয়ে বই নিয়ে বসছে কিনা দেখতে হবে। ছোটরা সারাদিনে কী করল, চারিপাশের পরিবেশ, মানুষজনদের তারা কী চোখে দেখে– গল্প করতে করতে জেনে নিলে ভালো হয়। ছোটদের সামনে কোনোভাবেই অসত্য কথা বলা ঠিক কাজ নয়।

মোবাইল নামক যন্ত্রটি নিয়েও কিছু কথা বলতে হয়। এই রকমারি বিষয়ের সন্ধানী 'জাদুযন্ত্র'টি ছোটদের কাছে অনেকটাই প্রিয় হয়ে উঠেছে। মোবাইলের প্রতি আসক্তি বাচ্চাদের স্বপ্ন কল্পনার পরিসর কেড়ে নিচ্ছে। মনে রাখতে হবে, মোবাইল-মগ্নতা আনন্দ দেয় বটে, তবে ভাবনা-ক্ষমতার পরিসর কেড়ে নেয়, মস্তিষ্ক-সক্রিয়তা কমিয়ে দেয়। মানতে কষ্ট হলেও এ কথাটি সত্যি, ছোটদেরকে মোবাইল থেকে সম্পূর্ণ দূরে রাখা যাবে না। তবে বড়োরা যদি ছোটদের সামনে মোবাইল নিয়ে কম ঘাঁটাঘাঁটি করেন তবে হয়েতো ওদের এই যন্ত্রের প্রতি আকর্ষণ কিছুটা কমতে পারে। বিশেষ করে, ছোটরা যখন পড়বে তখন বড়োরা তাদের সামনে মোবাইল ফোন যথাসম্ভব কম ব্যবহার করুন। ছোটরা যখন খাবে তখনও ওদের মোবাইলে কোনো কার্টুন ইত্যাদি চালিয়ে চলে যাবেন না। ওই সময়ে বড়োরা ওদের সঙ্গে গল্প করলে ভালো হবে। গল্প শিশুমনকে কল্পনার রঙে রাঙিয়ে তুলতে পারে। পড়তে পড়তে ছোটরা শব্দের অর্থ জানতে চাইলে চেষ্টা করুন মোবাইল থেকে নয়, নিজের বাড়িতে রাখা অভিধানটি দেখে অর্থ বলে দিতে। বর্ণ চেনা, শব্দ চেনার আনন্দ ওদের পেতে দিন। অভিধান দেখতে দেখতে ছোটরা পৌঁছে যাবে শব্দমালার দেশে। ছোটদের প্রজেক্ট তৈরি করতে বা কোনো জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়ার সময় ইন্টারনেটের সাহায্য নিতে হতে পারে, তবে সেটি ছোটদের সামনে সব সময় না করাই ভালো।

ছোটদের সঙ্গে গল্প করুন, বা কোন্ গল্প পড়তে হবে তা বলে দিন। বই কিনে দিন ও পড়ে শোনান। এইভাবে বাড়ির ছোট সদস্যের সঙ্গে সময় দিয়ে তাদের সাথে ভাব করে তাদের বড়ো করে তুলি আসুন।

শিক্ষা ভাবনা

ছোটদের ভালো বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে

তাপস মুখোপাধ্যায়
রাসায়নিক প্রকৌশলী ও লেখক

আমার সৌভাগ্য, আমি এমন একটি পরিবারে বেড়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছি যেখানে বাস্তব জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ মোকাবিলা করার জন্য শিক্ষা ও বই পড়ার অভ্যাসকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। এ কারণে আমি আমার গুরুজনদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

বর্তমানে আমরা এমন এক সমাজে বাস করছি যেখানে অজান্তেই আমাদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে সম্পদকে সাফল্যের একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে ভাবতে। সম্পদ দরকারি ও গুরুত্বপূর্ণ বটে, কিন্তু সেটাকেই সাফল্যের একমাত্র মানদণ্ড নির্ধারণ করার যুক্তি খুঁজে পাওয়া কঠিন।

পক্ষান্তরে, ভালো বই ও সঠিক শিক্ষা জীবন বদলে দেবার ক্ষমতা রাখে। একজন ভালো লেখক শিশুমনে স্বপ্ন আঁকেন। শিক্ষা আত্মোন্নতির সাথে সাথে জীবিকা নির্বাহের পথ দেখাতে পারে। মূল্যবোধ ও মাহাত্ম্যের শিক্ষা আমাদের বংশানুক্রমিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে পারে।

মনের নিভৃত কোণে, যেখানে স্বপ্ন অপেক্ষায় আছে জাদু উন্মোচন করার, সেখানে জ্ঞানের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার ধরে রাখা দরকার। জ্ঞান-প্রদীপের আলোর ছোঁয়া লেগে স্বপ্নগুলো আলোকিত হয়, ডানা মেলে আকাশে। ভালো বই-ই পারে শিশুমনে স্বপ্নের সেই দুয়ার খুলে দিতে। জ্ঞানের বিশাল সমুদ্রে বিচরণের অভ্যাস শুধু আনন্দদায়কই নয়, জীবন রূপান্তর-কারীও বটে। একটি ভালো বই সুদক্ষ নাবিকের মত আমাদের অসচেতনতার দ্বীপ থেকে কল্পনার বিপুল জলরাশির মধ্য দিয়ে জ্ঞানের সবুজ দ্বীপে নিয়ে যায়।

তাই, বিশ্ব সাহিত্যের মহাসমুদ্রের গভীরে ডুব দেবার সিদ্ধান্ত নিন। আপনার শিশুটিকেও সহযাত্রী করে নিন। 'মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল' কানে বারংবার ধ্বনিত হোক, জীবন সুন্দর করুক।

প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা

অর্পণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক
ব্রিলিয়ান্ট ইন্টারন্যাশনাল স্কুল

প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভের পূর্বে ৬ বছরের কম বয়সের শিশুদের জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা—

৩ থেকে ৫/৬ বছর বয়সী শিশুদের শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী তাদের যত্ন, বেড়ে ওঠা, শিশু-অধিকার নিশ্চিত করা, খেলাধূলা, আনন্দ, অক্ষরজ্ঞান ও গণনার হাতেখড়ি এবং শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সময় এটি।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকে সাধারণত দুটি ধাপে বিভক্ত করা হয়। ৩-৫ বছরের শিশুদের জন্য নার্সারি/প্লে গ্রুপ বা প্রাক-কিন্ডার গার্টেন, এবং ৫-৬ বছরের শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক বা কিন্ডারগার্টেন। অবশ্য, কোনো কোনো স্কুলে ৩-৪ বছরের শিশুদের জন্য প্লে-গ্রুপ, ৪-৫ বছরের শিশুদের জন্য নার্সারি, ৫-৬ বছরের শিশুদের জন্য কে জি-১ এবং ৬-৭ বছরের শিশুদের জন্য কে জি-২ শ্রেণিবিন্যাসে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

মনে রাখতে হবে, প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক স্তরে শিশুদের মন থাকে কাদামাটির মত। তাই প্রধান শিক্ষক ও তাঁর শিক্ষক-শিক্ষিকার টিম প্রতিনিয়ত চেষ্টা করবেন শিক্ষাদান পদ্ধতিকে আকর্ষণীয় করে শিশুমনে স্থায়ী ছাপ রাখার জন্য।

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কোনো আচরণ বা শিক্ষণ পদ্ধতি যাতে ছাত্র-ছাত্রীকে প্রাথমিক স্তর থেকেই শিক্ষা-বিমুখ না করে তোলে সেদিকে নজর রাখতে হবে প্রধান শিক্ষককে। যে সব বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রথম থেকে একটু ভয় থাকে, যেমন ইতিহাস, গণিত— এগুলির উপস্থাপন আকর্ষণীয় হচ্ছে কি না তা প্রধান শিক্ষককে দেখতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্টাডি মেটিরিয়াল, লেসন প্ল্যানকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে এ বিষয়ে কড়া মনোভাব দেখাতে হবে।

একজন প্রধান শিক্ষক সর্বদাই চেষ্টা করবেন তাঁর ছাত্র-ছাত্রী এবং বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধন করার। কোনো কারণে যদি কোনো ছাত্র বা ছাত্রীর পড়াশোনার মানের অবনমন হয়, তাহলে তার কারণ অনুসন্ধান করতে হবে প্রধান শিক্ষককে। প্রধান শিক্ষকই সেই ব্যক্তি যিনি বিদ্যালয় এবং বিদ্যার্থীর মধ্যে এক সুন্দর সম্পর্কের সেতু নির্মাণ করেন। সেই সেতু যাতে শক্তপোক্ত হয় তা দেখতে হবে।

স্কুল এবং প্রতিদিনকার জীবন-যাপনে সফলতা আনার জন্য শিশুকাল থেকেই দক্ষতা, জ্ঞান ও আচরণ শেখানোর জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি ঝোঁক তৈরির জন্য শিশুদের মানসিক এবং শারীরিকভাবে প্রস্তুত করা, খেলাধূলার মাধ্যমে শিশুর সামাজিকীকরণ, গান, নাচ, আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন, গল্প বলা, গণনা এবং বর্ণমালা শিক্ষার ক্ষেত্রে দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস তৈরি করা– এই সমস্ত কিছুর ক্ষেত্রেই প্রধান শিক্ষকের গুরুত্ব বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

প্রধান শিক্ষক শুধুমাত্র ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক নন, তিনি শিক্ষকদেরও অভিভাবক। তাই শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা সেটিও তাঁর নজর এড়িয়ে যাবে না।

শিক্ষকই সমাজের পথপ্রদর্শক এবং সেই হিসেবে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হলেন প্রধান পথপ্রদর্শক।

স্কুলছুট রুখতে উপায়

▶ *প্রথম পৃষ্ঠার পর*

একটি হাইস্কুলের এলাকায় যে কটি প্রাইমারি স্কুল থাকে তাদের সবার মনিটরিং কমিটিগুলোকে একটা নেটওয়ার্কের মধ্যে এনে মাঝেমধ্যে একসাথে বসে মতামতের আদানপ্রদান করা যায় এবং পন্থা নির্ধারণ করা যায়। এতে প্রভূত উপকার হবে এবং হাইস্কুল ও প্রাইমারির স্কুলের মধ্যে এক যোগসূত্র স্থাপিত হয়, যেটা এখন নেই বললেই চলে। এই সব মিট-এ অনুসন্ধান সোসাইটি শিক্ষামূলক সেমিনার উপস্থাপন করতে পারে। তবে অনুসন্ধান-এর রোল হবে ফেসিলেটেটর-এর, বাইরে থেকে সাহায্য করা ও প্রয়োজনে মতামত দেওয়া। আসল কাজ করতে হবে গ্রাসরুট লেভেলে যাঁরা আছেন, অর্থাৎ শিক্ষক ও অভিভাবকদের।

শিক্ষা-জিজ্ঞাসার জবাব

প্রাথমিক ও প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন/পরামর্শ এসেছে বিভিন্ন জায়গা থেকে— ১৩ এপ্রিল কর্মশালায় বিস্তারিত আলোচনার জন্য। তেমনই কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন **শেখ আলী আহসান**, প্রধান শিক্ষক, বারাসাত মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল হাইস্কুল, ও প্রাক্তন সভাপতি, অনুসন্ধান সোসাইটি।

প্রশ্ন : আমি একজন ইতিহাসের শিক্ষিকা। ক্লাসে কিছু ভালো ছেলে-মেয়ে আছে। কিন্তু ইতিহাসে কিছুতেই তাদের উৎসাহ আনতে পারছি না। কোনো বিশেষ পরামর্শ যদি দেন, উপকৃত হব। (আটঘরা, নিউ টাউন)

উত্তর : প্রচুর খটমট নাম আর গাদাগুচ্ছের সাল তারিখ মুখস্থ করতে হয় বলেই বিষয়টা বিদঘুটে লাগে। বরং ঠাকুমা দিদিমার ঢঙে "একদা এক দেশে ..." —এইভাবে শুরু করুন। এক জায়গার ইতিহাস আলোচনার সময় পৃথিবীর অন্য প্রান্তে বা তার বাড়ির পাশে একই সময়ে কি কি ঘটনা ঘটেছে তা ছুঁয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন। 'ইন্টিগ্রেটেড' বা 'কোহেসিভ' লার্নিং মেথড কাজে লাগান। ম্যাপ, চার্ট ব্যবহার করুন।

প্রশ্ন : আমাদের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে দেয়াল পত্রিকা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছি। হাতের লেখা ভালো না, লিখতে গিয়ে কাগজ নষ্ট করে ফেলছে,.... এরকম আর কি। অন্য কোনো উপায় আছে? (আটুরিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা)

উত্তর : ক) ওদের পাশে বসিয়ে নিজেই লিখুন ও অলঙ্করণের কাজ করুন। কিছু ছাত্রছাত্রী বেছে নিয়ে হাতের লেখার টাস্ক দিন। ছোট ছোট অলঙ্করণের কাজ দিন। আস্তে আস্তে শিখে যাবে।
খ) লেখাগুলো বিভিন্ন ফন্টে ও রঙে ডিটিপি করিয়ে নিন। তারপর কাগজগুলো ফুল, পাখি ইত্যাদি শেপ- এ কেটে নিয়ে আর্ট পেপারের উপর আঠা দিয়ে বসিয়ে দিন।

প্রশ্ন : স্বেচ্ছায় আমি বেসরকারি হাই স্কুল থেকে একটি বেসরকারি প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষক হিসেবে কয়েক বছর হল যুক্ত হয়েছি। ছোটদের ভিত গড়বো, এই মনোভাব নিয়ে। কিন্তু স্যাটিসফেকশন পাচ্ছি না। (মহেশতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা)

উত্তর : এটা রবি ঠাকুরের মধ্যেও ছিল। স্মর্তব্য— "যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।" আপনার মধ্যে আদর্শবোধ অথবা 'কিছু করে দেখানোর' ছটফটানি আছে। এর সঙ্গে কিছুটা বাস্তববোধ ও অধ্যবসায়ের মিশেল ঘটলে সোনা ফলবে। শিক্ষকতা একটি দীর্ঘমেয়াদি পৌনঃপুনিক কাজ। এখানে রাতারাতি ও বিস্তর পরিমাণে সাফল্য পাওয়া যায় না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আপনি যে সফল হলেন সেটা বুঝতেও পারবেন না। ফলে, একজন শিক্ষকের মনে দ্রুত সাফল্যের প্রত্যাশা থাকলে হতাশা আসতে বাধ্য। ধৈর্য ধরে লেগে থাকুন। ফল পাবেন।

প্রশ্ন : আমাদের গ্রাম্য স্কুল। ছেলেমেয়েরা চাষাবাদ করতে বাবাদের সঙ্গে মাঠে যায়। স্কুলে খুবই অনিয়মিত উপস্থিতি। ফলে পড়ানোর খেই হারিয়ে যায়, আগের দিনের পড়ানোর সঙ্গে পরের দিনের মিল রাখা খুব মুশকিল। উপায় বের হচ্ছে না। (সিউড়ি, বীরভূম)

উত্তর : দুপুরের দিকে বাবা ও মায়েদের স্কুলে ডাকুন। আলাদা আলাদা দিনে। বাবাদের বোঝান, ছেলে যদি লেখাপড়া না শেখে তবে আধুনিক প্রযুক্তিতে চাষবাস করতে পারবে না। মায়েদের বোঝান, ছেলে লেখাপড়া না করলে নাতি নাতনিরাও অশিক্ষিত থেকে যাবে। প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ ও প্রশাসনের

▶ *এরপর ৪র্থ পৃষ্ঠায়*

একাগ্রতার উৎস সন্ধানে

▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

একাগ্রতা ভঙ্গ করার ব্যাপারে সবচেয়ে দক্ষ, এ কথা কিছু গবেষণায় স্বীকৃত। তবু তুমি নাম শুনতে পাচ্ছ না। গায়ে ধাক্কা দেওয়ার পর একাগ্রতা ভাঙছে। হয়েছে তো এমন!

বিষয়টা অনুভব করার জন্য নিজের নিজের অভিজ্ঞতার কথা ভাবতে হবে। কবে কোনো কাজে (বা খেলায়) মগ্ন (বা বেহুঁশ) হয়ে বকুনি (বা মার) খেয়েছ! কেন এমন হয়েছিল? সেটা বুঝলেই একাগ্রতার উৎস জানতে পারবে।

একাগ্রভাবে কাজ করার জন্য নিস্তব্ধ পরিবেশ, ঠিকভাবে বসার সুবিধা, উপযুক্ত পরিমাণ আলোর প্রয়োজনের উপর অনেকে গুরুত্ব দেন। একটানা কিছুক্ষণ কাজ করার পর বিশ্রাম নেওয়া ইত্যাদির কথাও অনেকে বলেন। এগুলো দরকার। কিন্তু এগুলো আসল কথা নয় বলেই আমার মনে হয়। তুমি কি ভেবেচিন্তে নিজের কোনো অভিজ্ঞতার কথা মনে করতে পারলে? তোমার সেই অবস্থার জন্য ওইসব ব্যবস্থাযুক্ত পরিবেশ প্রধান ছিল, নাকি কাজটা তোমার ভাল লাগছিল, সেটাই বড় কথা। যদি ভালো লাগাটা বড় কথা হয়ে থাকে তাহলে বুঝতেই পারছ একাগ্রতার উৎস হল ভালো লাগা।

অনেকেই বলবে, এখানে তো লেখা-পড়া-অঙ্ক কষা প্রসঙ্গে একাগ্রতার কথা বলা হচ্ছে। সে সব তো আর ভালো লাগার বিষয় হতে পারে না! আসলে কিন্তু সে সবও ভালো লাগতে পারে। অনেকটা জানা বিষয়ের সাহায্য নিয়ে অল্প একটু অজানাকে জানার চেষ্টার মধ্যে একটা মজা আছে। সেটা খেলা শেখাই হোক আর লেখা-পড়া-অঙ্ক কষা হোক। সেই মজাটা করার সময় নিজের অজান্তেই একাগ্রতা বেড়ে যায়। যারা খেলাধূলা কর, তারা ভেবে দেখো কীভাবে ধাপে ধাপে খেলাধূলায় উন্নতি করেছ। সব মনে পড়বে, বুঝতে পারবে।

কিন্তু অনেক সময়ই যে কাজে বসেছ, তাতে মন বসে না। অন্য কথা মাথায় চলে আসে। কেন? কী করলে একাগ্র থাকা যেত? এ বিষয়ে আমি নিজস্ব কিছু অভিজ্ঞতা ও অন্যদের শেখায় সাহায্য করার অভিজ্ঞতা থেকে যা বুঝেছি সেটুকুই খুব সংক্ষেপে বলব।

বড়োরা অনেক সময় কিছু একটা পারছে না এমন কাউকে দেখিয়ে বলেন, এর ভিতটাই বড্ড কাঁচা। এই ভিত মানে হল আগে যেটুকু না শিখলে নতুন যেটা শিখতে বসেছে সেটা শেখা যাবে না। যেমন গুণ-ভাগ না জানলে শতকরা হিসাব শেখা যাবে না। তুমি হয়ত খুব ভালো পরিবেশেই কাজ করছ। কেউ কথা বলে বিরক্ত করছে না। ঠিক মাপমতো ভালো চেয়ার-টেবিল-আলো পেয়েছ। কিন্তু গুণ-ভাগ শেখোনি। তাহলে শতাংশ হিসাবের কষে দেওয়া অঙ্ক দেখলেও কি তোমার মন সেই অঙ্কে নিবদ্ধ হবে? না, হবে না।

তাহলে কী করা? আগে শিখে নেওয়া উচিত ছিল এমন কিছু যদি না শেখা হয়ে থাকে তাহলে কী করণীয়? সহজ উত্তর- সেটা আগে শিখতে হবে। তোমাদের মনে হতে পারে যে একেবারে নিচু ক্লাস থেকে তো অনেক কিছুই ঠিকঠাক শেখা হয়নি! এত কিছু শেখার সময় কোথায়? আসলে কিন্তু ব্যাপারটা তত কঠিন নয়। এখনকার বিষয়গুলো শেখার জন্য আগের সব ক্লাসের সব কিছু নতুন করে শিখতে হবে না। কিছু কিছু বিষয় শিখতে হবে। আর এখন তুমি মানসিকভাবে অনেক পরিপক্ক (ম্যাচিওর)। তাড়াতাড়ি সেগুলো শিখে নিতে পারবে।

অঙ্কের উদাহরণ তো দিয়েছি। ভূগোল ইতিহাসের বেলায় ভালো করে ম্যাপ দেখে শেখা দরকার। ইতিহাসের ও ভূগোলের অনেক কিছু মুখস্থ করা লাগে না, যদি তুমি ম্যাপ দেখাটা ভালো করে শিখে নাও। বিজ্ঞানের বইতে তোমার চারপাশের বিভিন্ন ঘটনার কথা আছে। সেগুলোর সম্পর্ক নিয়ে নানা সূত্র ইত্যাদির প্রসঙ্গ এসেছে। মুখস্থ করার চেষ্টা না করে চারপাশের সেই বিষয়গুলোর সম্পর্ক বুঝতে পারলে দেখবে শেখায় একাগ্রতা বাড়বে।

এখন প্রশ্ন, আগের শেখায় খামতি থাকলে কমপক্ষে কোন্ কোন্ বিষয় শিখে নেওয়া দরকার? সেটা বলে দেওয়ার জন্য সত্যি সত্যি তোমাকে বুঝতে পারবেন এমন একজনের সাহায্য নিতে হবে। নিজেও বোঝার চেষ্টা করতে হবে।

সব সময় যা শিখবে, তার বেশিটা যেন তোমার জানা হয়, নতুন কথা কম হয়। তাহলেই দেখবে তোমার একাগ্রতা অনেক বেড়ে যাবে। তখন অনেক কম সময়ে অনেক বেশি শিখতেও পারবে। কিন্তু বেশিটাই অজানা এমন কিছু শিখতে গেলে মন একাগ্র হবে না। সেটা ব্যাটিং শেখাই হোক আর বাংলা শেখাই হোক!

শিক্ষা-জিজ্ঞাসার জবাব

▶ তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

লোকজন ডেকে সেমিনার করুন বা শিক্ষামূলক ভিডিও সিনেমা ইত্যাদি দেখান।

প্রশ্ন : বাচ্চাদের বিজ্ঞান পড়ানোর কত রকম কৌশল দেখি। হাতে-কলমে করে দেখানোর। এরকম কিছু ইংরেজি পড়ানোর জন্য পাওয়া যায় নাকি? জানালে খুব উপকৃত হব। (হরিপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর)

উত্তর : অবশ্যই পাওয়া যায়। হার্ড কপি চাইলে বিভিন্ন চার্ট, মডেল পেতে পারেন। সফট কপি চাইলে বিভিন্ন অ্যাপ, গেম, পাজল, ভিডিও ইত্যাদি বিস্তর আছে। হাতে কলমে শেখার জন্য ওয়ার্কশপের ব্যবস্থাও করতে পারেন।

প্রশ্ন : আমাদের সোসাইটির পরিচালনায় তিনটি প্রাথমিক স্কুল আছে। শিশুদের জন্য ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী বা এক্সপেরিমেন্ট করে দেখানোর মতো ব্যবস্থা করা যায় কিনা ভাবছি। গাড়িতে কী কী রাখা যেতে পারে যদি পরামর্শ দেন খুব খুশি হব। (হাসনেচা, বজবজ)

উত্তর : চমৎকার ভাবনা। বিভিন্ন বিষয়ের বই, অডিওবুক, চার্ট, মডেল, ইনফোগ্রাফ, ভিডিও ইত্যাদি রাখতে পারেন। তবে ভিস্যুয়ালের চাপে বই যাতে কোণঠাসা না হয়ে যায় এবং বাচ্চারা যাতে অবশ্যই বই নেড়েচেড়ে দেখে তা নিশ্চিত করতে হবে।

প্রশ্ন : আমি একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক। পিছিয়ে পড়া বাচ্চাদের জন্য স্পেশাল ক্লাস নিতে বললে সহশিক্ষকরা চাইছেন না। কী করা যায় পরামর্শ দিয়ে বাধিত করবেন। (রামপুরহাট, বীরভূম)

উত্তর : যে কোনো ভালো কাজের শুরুতে বাধা আসে। আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করতে চাইলে বাধা সরেও যায়। এইভাবে চেষ্টা করে দেখতে পারেন ক) শিক্ষকদের বারংবার বোঝানো, খ) নিজেই (সঙ্গে দু'একজন সহকর্মীকে পেলে ভালো, না পেলেও ক্ষতি নেই) শুরু করে দেওয়া, গ) অভিভাবকদের ডেকে ঐকমত্য আদায় করা, ঘ) যোগ্য অভিভাবক বা শুভানুধ্যায়ীদের পড়ানোর কাজে লাগানো।

প্রশ্ন : আমার প্রশ্ন টিউশন টিচার নিয়ে। একই বিষয়ে একাধিক টিউশন টিচার থাকলে কি ভালো হয়? (মন্তেশ্বর, বর্ধমান)

উত্তর : একই বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে বিভিন্ন ঢঙে জ্ঞান বর্ষিত হতে থাকলে শিশুমন বিভ্রান্ত হয়ে যায়। এমনিতেই স্কুলে শিক্ষক, বাড়িতে বাবা মা- এই ত্র্যহস্পর্শেই শিশু দমসম হয়ে যায়। এর উপর প্রাইভেট টিউটর, তাও আবার একই বিষয়ে একাধিক! বলেন কি!

প্রশ্ন : টিউশন মাস্টার একাই সবকটি বিষয়ে পড়াতে চান, কতটা যুক্তিগ্রাহ্য? (কলস, মগরাহাট)

উত্তর : প্রাইভেট টিউটরের কাছে দিতেই হবে! বাবা মা প্রাইমারি লেভেলটাও নিজেরা পার করে দিতে পারবেন না?

প্রশ্ন : আমি একজন বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক। পড়ানোর কাজে বা আনন্দ দেওয়ার জন্য আমরা ক্লাসরুমে মোবাইল ব্যবহার করতে পারি? (দাঁইহাট, বর্ধমান)

উত্তর : সমস্যা এড়াতে লিখিতভাবে কারণ জানিয়ে HT/ প্রিন্সিপালের কাছে আবেদন করবেন, এবং তিনি অ্যাপ্রুভ করলে তবেই ক্লাসরুমে ব্যবহার করবেন।

অনুসন্ধান সোসাইটির পক্ষে ১২/১৮ শিমুলতলা লেন, হুগলি–৭১২২৩২ থেকে প্রকাশিত এবং সৃজক, বারাসাত থেকে মুদ্রিত।
সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ঃ নয়ীমুল হক ।। সম্পাদক ঃ শেখ আলী আহসান।